মোহানা

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

কবিগুরু

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু

মোহানায় দু'টিমাত্র কবিতা : রেণু ও আলো।

রেণু প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল ; আলো বিচিত্রায়।

মোহানা

রেণু ও আলো

রেণু

রেণু আমার ছিল খেলার সাথী।
এইখানে এই বকুলতলায় ধূলায় আসন পাতি'
কত খেলাই খেলেচি দুইজনে,
কত সকাল-সন্ধ্যেবেলায় মিলেচি তা'র সনে
গন্ধে-আকুল বকুল-কুঞ্জবনে,
বুকের রক্তে রঙীন হয়ে সেই কথা আজ জাগ্‌চে আমার মনে ॥

বয়স ছিল কাঁচা,
লাগ্‌ত ভালো পাতায় পাতায় ভোরের আলোর নাচা।
লাগ্‌ত ভালো পাখীর কলগান,
অলস হাওয়ায় অকারণে উঠ্‌ত নেচে প্রাণ।
বনের যত ফুল
কর্‌ত পরাণ সৌরভে আকুল।
লাগ্‌ত ভালো পথে-পথে ছুটোছুটি ;
কথায়-কথায় হেসে-হেসে ধূলোর 'পরে লুটোপুটি।
সারাটা দিন হেথায়-সেথায় খেলে-খেলে
সন্ধ্যা হয়ে এলে
মায়ের কোলে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুখ ;
আমায় বুকে জড়িয়ে ধ'রে জুড়িয়ে যেন যেত মায়ের বুক।

আমারি দুরন্তপনায়
মনটি যে তাঁর ভরা ছিল কানায়-কানায়।
দস্যি-ছেলের দুষ্টুমিতে আমার মায়ের সেই যে হাসিমুখ,
চোখের কোণে সেই যে খুসিটুক,
সবার-চেয়ে লাগ্‌ত আমার ভালো॥

জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের আলো
পড়্‌ত এসে মোদের আঙিনায়
হেনার-গন্ধে-আকুল-করা ফুর্‌ফুরে হাওয়ায়।
অম্‌নি ঝুরু ঝুরু
গাছের যত কচি পাতায় নাচন হ'ত সুরু।
আমি তখন মায়ের কাছে শুয়ে শুয়ে
মাথাটি তাঁর কোলে থুয়ে
শুনে যেতেম গল্প কত, কত রাজ্যের কতই-না কাহিনী।
কোথায় থাকেন রাজকন্যা একাকিনী,
সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, কোথায় সোনার খাট,
কোথায় বা সেই তেপান্তরের মাঠ;
সুয়োরাণীর জন্যে কোথায় দুয়োরাণীর ব্যথা,
অরুণ-বরুণ-কিরণমালার কত কথা;
কোথায় পাতালপুরী,
কোথায় বা সেই চর্‌কা-কাটা বুড়ী।

সেই কাহিনী শুনে শুনে
মনে মনে কতই-না জাল বুনে
চ'লে যেতেম উধাও হ'য়ে কোন্ স্বপনের দেশে।
মা বল্‌তেন হেসে,
"গল্প শুনে খোকার আমার নেইকো চোখে ঘুম!"
এই-না ব'লে আঁখির পাতায় রেখে দিতেন একটি স্নেহ-চুম।
অম্‌নি আঁখি পড়্‌ত ঘুমে ঢুলে,
মা আমারে নিতেন বুকে তুলে॥

এই জীবনের যত সহজ সুখ
যত কিছু আনন্দ কৌতুক
এম্‌নি-ক'রেই লুটেছিলেম দু'টি হাতে।
দু'টি তরুণ আঁখির পাতে
সে-কোন্ পরশ বুলিয়েছিল আলোয় আলোয় ভরা
সুনীল আকাশ, শ্যামল বসুন্ধরা।
আমার যত দৌরাত্ম্য আর হাসির কলরব
মায়ের কাছে ছিল যেন নিত্য-মহোৎসব
এ সংসারের দুঃখ-সুখের মেলায়।
তাই ত ছেলেবেলায়
এমন সহজ ছিল মায়ের বুকটি জুড়ে থাকা,
একটুখানি ছাড়া পেলেই সারা গায়ে পথের ধূলি মাখা।

তাই ত এমন সহজ ছিল সকল দাবী-দাওয়া,
না-চাইতেই পাওয়া, আবার না-পাইতেই চাওয়া।
মায়ের বুকে মাথা রেখে, 'আয়-চাঁদ-আয়'-ডাকে,
নারিকেলের ঝিরি-ঝিরি পাতার ফাঁকে ফাঁকে
লাগ্‌ত ভালো চাঁদের আলো আসা,
লাগ্‌ত ভালো সকলেরেই ভালোবাসা ॥

কাট্‌ছিল কাল এম্‌নি ক'রে সুখে-সুখেই
মায়ের বুকে-বুকেই।
মায়ের স্নেহের ছায়ায় ব'সে অবিরত
একটি একটি ফোটা ফুলের মত
চলেছিলেম দিনের পরে দিনের মালা গাঁথি'।
সেই আনন্দমেলায়, ওগো, রেণু আমার ছিল খেলার সাথী ॥

আজ হয়েছি বুড়ো,
মনের বীণায় যে গান বাজে ঠেক্‌চে তা আজ নিতান্ত বেসুরো
শেষ হয়েচে হাটের বেচা-কেনা,
চুকিয়ে দিয়ে সবার কাছে সকল পাওনা-দেনা
আজ পেয়েছি ছুটি।

রেণু

মনের মধ্যে তবু কেন একখানি মুখ আজও আছে ফুটি'
পোড়োবাড়ির একটি কোণে একটি তাজা রক্তজবার মত।
ছেলেবেলায় খেলার সাথী ছিল আমার কত,
তবু কেন তা'র কথাটাই মনে হ'লে
দু'টি আঁখি ভ'রে আসে জলে॥

মনে পড়ে, হায় গো কবে কোন্-সে ছেলেবেলায়
একটি দিনের একটু অবহেলায়
হারিয়েছিলেম যা'রে
একটি তরুণ অভিমানের দারুণ অহঙ্কারে,
সে যে ছিল আমারি এই সারাটি বুক ছেয়ে
কেবল শুধু আমারি মুখ চেয়ে।
এই জীবনের শতচ্ছিন্ন খাতায়
প্রথম পাতায়
সে যে ছিল ছন্দে-গাঁথা সযত্ন-সঞ্চিতা
একখানি কবিতা।
একটি ছোট কুঁড়ির 'পরে ছিল সে চঞ্চল
একটি ছোট নীহারকণা আলোয় ঝলমল।
হাল্‌কা হাওয়ায় দুলে দুলে কতই খেলা চল্‌ত পরস্পর ;
সে আমারে, আমি তা'রে করেছি সুন্দর।

গাঁয়ের যত ছেলে মেয়ে
তা'র মধ্যে সবার-চেয়ে
একখানি মুখ লাগ্‌ত বড়ই ভালো।
তা'র কথাটি বলা হ'লেই সব কথা ফুরালো ॥

রেণু যখন মায়ের কোলে একটি বছরের,
এম্‌নি গ্রহের ফের,
দেশে তাদের মড়ক এল।
সেই বন্যায় ভেসে গেল
যে যেখানে ছিল তা'দের যত আপন জন।
একে একে রেণুর বড় সাতটি ভাইবোন
তা'রাও গেল চ'লে।
সেই বেদনার দহন-জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে
বিদায় নিলেন বাপ।
তাঁর শরীরে সইল না সেই দুঃখশিখার তাপ।
রইল শুধু অভাগিনী মায়ের মুখে চেয়ে
একবছরের ঐটুকু ঐ মেয়ে।
তা'রেই বুকে জড়িয়ে ধ'রে কোনমতে
চল্‌ছিল মা চোখের-জলে-পিছল-করা জীবন-পথে।
মায়ের আঁধার বুকের কোণে জ্বল্‌ছিল সে অবিরত
সকল-তারা-হারিয়ে-যাওয়া নিশা-শেষের শুকতারাটির মত

আমাদের এই গাঁয়ে ছিলেন রেণুর এক মাসি।
আমাদের আর তাঁদের বাড়ি ছিল পাশাপাশি।
সেইখানেতেই এসে তাঁদের উঠ্‌তে হ'ল।
রেণুর মাসির বয়স তখন ষোলো,
হয়নি ছেলেমেয়ে।
দিদিরে তাই কাছে পেয়ে
সংসারটি তুলে দিলেন তাঁরই হাতে।
তা'রই সাথে-সাথে
পড়্‌ল রেণুর মায়ের 'পরেই সকল কর্ম্মভার,
রান্না-বান্না ঘর-কর্‌নার নিঠুর অত্যাচার।
সকল বোঝা-ই অকাতরে নিলেন তিনি মাথায় তুলে
মেয়ের মুখে চেয়ে সকল ব্যথা ভুলে॥

আজও আমার মনে পড়ে
প্রথম কবে মায়ের কোলের নৌকোখানি চ'ড়ে
হেলে দুলে রাজপুত্র দিয়েছিলেন পাড়ি
সেই রেণুদের বাড়ি।
সেইখানে কোন্ রাজকন্যার সঙ্গে হ'ল দেখা,
আনন্দেরি রেখা
অম্‌নি ফুটে উঠ্‌ল শিশু-রাজপুত্রের মুখে।

মা-মাসিরা দেখ্‌ছিল কৌতুকে।
যেন দু'টি আপনহারা ভালোবাসা
বুকে নিয়ে কোন্ অপূর্ণ আশা
হারিয়েছিল কোন্ জনমে দু'জনারে
কবে সে কোন্ অশ্রু-আকুল অকূল অন্ধকারে,
আবার কত যুগ-যুগান্ত শেষে
মিলেচে আজ এসে
এই ধরণীর অশ্রুনদীর তীরে
এ মিলন-মন্দিরে।
আনন্দে তাই দুইজনে আজ দু'জনারেই জড়িয়ে ধরে গলে
'এই পেয়েচি' 'এই পেয়েচি' ব'লে ॥

সেই থেকে সেই দু'টি ছেলেমেয়ে
পরস্পরের স্নেহের পরশ পেয়ে
মুক্ত আলো-হাওয়ার মাঝে দিনের পরে দিন
বড় হয়ে উঠ্‌ল ক্রমে সকলবাধাহীন ॥

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় কতই খেলা
সারাবেলা
করেচি দুইজনে
পথে পথে ফুলের বনে বনে।

প্রজাপতির পিছু পিছু ছোটা,
পাখীর ছানার লোভে গিয়ে ঝাঁপিয়ে গাছে ওঠা।
মৌমাছিদের মত ফিরি ফুলে ফুলে,
শামুক-ঝুড়ি কুড়িয়ে বেড়াই নদীর কূলে কূলে।
মনে পড়ে একসাথে সেই দিঘির জলে সাঁতার কাটা,
ঝড়-বাদ্‌লায় উল্লাসেতে পথে হাঁটা।
ফুলের দিনে ফুলের সাজে সাজা ;
কেউ বা হ'ত ফুলের রাণী, কেউ বা হ'ত রাজা।
ঘরের কোণে গিন্নিপনা রান্না-বাড়া,
পুতুল-ক'নের বিয়ের জন্যে ভেবে সারা।
সকল কথাই মনে পড়ে থেকে থেকে
একে একে,
যেমন ক'রে থরে থরে তারার কুসুম ভেসে আসে
অন্ধকারের বন্যাতে ঐ সন্ধ্যার আকাশে॥

সেই যে মধুর মান-অভিমান, সেই যে চোখের জল,
মুখের হাসি দিয়ে চোখের কান্না ঢাকার ছল,
পথের মাঝে চুপিচুপি পিছন হ'তে এসে
একটুখানি চাপা হাসি হেসে
সেই যে রেণুর দুই হাতে দুই চক্ষু টিপে ধরা,
নাম বল্‌তে গিয়ে আমার ছল ক'রে ভুল করা,

হেরে যাওয়ার সেই যে অসীম সুখ,
সেই হাসি, সেই আনন্দ, সেই অনন্ত কৌতুক,
সে কি আমি ভুল্‌তে পারি।
সন্ধ্যেবেলায় হ'ত যদি আড়ি,
ভোর না হ'তেই দুইজনাতে আবার হ'ত গলাগলি।
চল্‌ত আবার যথারীতি মনের কথা বলাবলি
বনের পথে ছায়ায় ব'সে ব'সে।
একটুখানি ত্রুটি কিম্বা একটুখানি দোষে
রেণুর 'পরে ক'রে অভিমান
দুই চোখে তা'র বইয়ে দিতেম বান।
মলিন-মুখে ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এসে
একটুখানি মলিন-হাসি হেসে
আদর-ক'রে দু'টি হাতে জড়িয়ে ধ'রে গলে
সকল গর্ব্ব গলিয়ে দিয়ে চোখের জলে
কইত সে আমায়,
"বিনয়দাদা, রাগ করেচো ? রাগ কোরোনা ভাই॥"

দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে
দুইজনারি বয়স বেড়ে চলে।
কিশোর-কালের হৃদয়খানি ভ'রে
একটু একটু ক'রে

ক্রমে ক্রমে
কী সুধারস উঠ্‌তেছিল জ'মে।
কতই-না ফুল ফুট্‌তেছিল জীবনকুঞ্জ ভ'রি',
মত্ত অলি ফির্‌ছিল গুঞ্জরি'।
এই হৃদয়ের তীরে তীরে তরী বেয়ে
তরুণ পথিক চলেছিল আনন্দগান গেয়ে।
অন্তরে মোর কে জানাল নীরব নিমন্ত্রণ,
এই জীবনের বসন্তে আজ ঐ এল রে ঐ এল যৌবন।
কতই ছন্দ, কতই গন্ধ, কি আনন্দ জাগ্‌ল জলে স্থলে,
নিখিল বিশ্ব অবাক্ হয়ে থাকে চেয়ে পরম কৌতূহলে।
গাঁয়ের যত লোকে
মোদের পানে চেয়ে চেয়ে পলক-হারা চোখে
কেবল শুধু এই কথাটাই জনে জনে জানায়,
"এই দু'টিতে দিব্যি কিন্তু মানায়॥"

রেণুর জন্যে রেণুর মায়ের ভাব্‌না ছিল নাকো।
মা বলেচেন, "দিদি, তুমি নিশ্চিন্তই থাকো।
মনে মনে রেখেচি কাল গুণে'
এই আস্‌চে-ফাল্গুনে
রেণু-বিনুর বিয়ে দেবো ; এইটি আমার অনেকদিনের সাধ।
দিদি, তুমি কর আশীর্ব্বাদ !"

রেণুর মা-ও বলেছিলেন আঁচল দিয়ে মুছে আঁখির নীর,
"এমন ভাগ্য হবে কি গো ঐ অভাগিনীর ॥"

সুখের স্বপন বুনে-বুনেই কাট্‌ছিল দিন রাত।
এরি মাঝে হঠাৎ অকস্মাৎ
দুঃখিনী সেই রেণুর মায়ের
এ সংসারের
ফুরিয়ে এল শেষের কয়টা দিন।
মেয়ের মুখে চেয়ে মায়ের মরণকালে মুখখানি মলিন।
সন্ধ্যেবেলায় দুইজনারে কাছে ডেকে
আমার হাতে রেণুর হাতটি রেখে
শেষের সাধটি জানিয়ে গেলেন তিনি।
ব'লে গেলেন, "রেণু আমার আজন্ম-দুঃখিনী,
রইল একাকিনী ;
তা'রে আমি দিয়ে গেলেম তোমার হাতে।
সুখে থেকো দুইজনাতে ॥"

মাসির কোলে মণ্টু তখন দেড়বছরের ছেলে।
তা'রি সঙ্গে হেসে খেলে
কাটে রেণুর দিন,
মায়ের কথা মনে হ'লেই দুঃখে ব্যথায় মুখখানি মলিন।

ছোট ভাইটির সৃষ্টিছাড়া যত সব আব্‌দার
হাসিমুখেই বইত রেণু, এম্‌নি স্বভাব তা'র।
সারাটা দিন রইত সে তা'র কোলে পিঠে,
ধোঁয়ায় মলিন পূজার ফুলে গন্ধমধুর চন্দন একছিটে॥

আমার সঙ্গে পথের মাঝে দেখা হ'লে
কতই ছলে
রেণু আমার পাশ-কাটিয়ে যেত,
কিন্তু আমার অন্তরে ত
চল্‌ত না তা'র ফাঁকি,
কোনো কথাই জান্‌তে আমার রইত না আর বাকি ;
বাইরে যখন এম্‌নি ক'রে চল্‌ত লুকোচুরি,
অন্তরেতে স্বপন দিয়ে চল্‌ত রচা গোপন স্বর্গপুরী॥

সফল ক'রে আকুল আকাশ-চাওয়া
বকুল-বনে বইল আবার দখিন হাওয়া।
মুকুল-ভরা গাছে-গাছে ফুটিয়ে দিয়ে ফুল অফুরন্ত
এল বসন্ত।
সেই সে মধুর ফাল্গুনেরি সন্ধ্যেবেলা
পেয়ে তা'রে একান্তে একেলা
একেবারে বুকের কাছাকাছি

যত্নে-রচা মালা সে একগাছি
কণ্ঠেতে তা'র পরিয়ে দিলেম ভালোবেসে।
তা'র সে বুকের নীল আঁচলে, নিবিড় কালো কেশে
রইল জেগে মালা আমার, পূর্‌ল মনোরথ ;
নীল আকাশে উঠ্‌ল হেসে তারার মালা উজল ছায়াপথ।
হাসিটি তা'র চাঁদের-আলো, পড়্‌ল মুখে ছেয়ে।
শিশির-ধোওয়া ফুলের মত চোখ দু'টি তা'র রইল শুধু চেয়ে।
মনের ভাষা ফুট্‌ল না আর কথায়।
ভর্‌ল হৃদয় কোন্ সে গভীর নিবিড় নীরবতায়॥

বিদায়কালে ব'লে দিলেম তা'রে
হাতে-ধ'রে অনেক-ক'রে বারে বারে,
"রেণু, আমার এই যে ফুলহার,
এইটি আমার পরিণয়ের প্রথম উপহার!
এই কথাটি রেখো তুমি মনে,
দেখো যেন ফুলের বাঁধন ছিঁড়ে না যায় অযতনে॥"

ভোর না হ'তেই দেখা পাব, দেখা হ'ল আবার সন্ধ্যেবেলা।
বকুলতলায় ভেঙে গেচে মেলা,
শিশুরা সব ফিরে গেচে ঘরে যে-যা'র-মত।
একলা রেণু দাঁড়িয়ে ছিল মুখটি ক'রে নত

রেণু

নির্জ্জনে নিরালা,
হাতে ছিল একটি বকুল-মালা।
আমার মালা ছিল না তা'র গলে।
চেয়ে দেখি, দুই আঁখি তা'র ভরে গেচে আঁখির জলে।
কাছে এসে হাত ধরেচি যেই,
একটু আদরেই
আকুল হয়ে উঠ্‌ল রেণু কেঁদে।
আমি দু'টি হাত বাড়াতেই বাহুলতায় নিল আমায় বেঁধে।
বুকে আমার রাখ্‌ল ধীরে মাথা,
জান্‌ত সে যে এইখানে তা'র কিশোর-হিয়ার বাসর-শয়ন পাতা।
তখন সে জান্‌ত না,
তাই বুঝি সে ভাব্‌ল মনে, এইখানে তা'র রয়েচে সান্ত্বনা॥

আমি তা'রে যেই শুধালেম, "রেণু, আমার মালা?"
অম্‌নি সে-কোন্ দহন-দুঃখ-জ্বালা
জাগ্‌ল মনে তা'র
নিয়ে আপন গোপন ব্যথার ভার;
চোখের জলের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কয়টি কথা ঠেক্‌ল এসে বুকে,
"তোমার-দেওয়া সেই মালাটি দিয়েচি মণ্টুকে
কেবল শুধু একটিবারের তরে,
অম্‌নি সে যে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে

ফেল্‌লে ছিঁড়ে মালাটি তোমার।
রাগ কোরোনা তুমি, আমায় মাপ কর এইবার!
তোমার মনে ব্যথা দিলেম, রইল মনে জ্বালা;
আমায় তুমি পরিয়ে দিয়ো আর-একগাছি মালা॥"

এই-না ব'লে আপন হাতের মালাটিরে
ধীরে ধীরে
কণ্ঠে আমার পরিয়ে দেবে ব'লে
চাইল রেণু মুখে আমার কুণ্ঠাভরা করুণ কৌতূহলে॥

বুকে আমার বাজ্‌ল বিষম জ্বালা,
আমি বল্‌লেম কঠিন হয়ে, "চাইনে তোমার মালা।"
তরুণ-হিয়ায় জাগ্‌ল অভিমান।—
আমার হাতের ভালোবাসার দান
সেই যে ফুলহার
সে যে আমার পরিণয়ের প্রথম উপহার!
সেই মালা আজ ধূলায় লুটায় অযতনে,
এই ছিল তা'র মনে!

এক নিমেষেই ভাঙ্‌ল যেন ভুল।
মনের বোঁটায় আধেক-ফোটা ফুল

এক নিশাসেই পড়্‌ল ঝরি' ঝরি' !
ডুব্‌ল মোদের বড় সাধের মিলন-আশা-তরী
একটি ছোট ফুলের মালার ঘায়
একেবারে ঘাটের কিনারায় ॥

আর-একটিবার রেণুর কাছে গিয়ে
চোখের-জলে চিরবিদায় চেয়ে নিয়ে
গেলেম ঘরে ফিরে,
বুকভাঙা এক দীর্ঘশ্বাস জাগ্‌ল হৃদয় চিরে।
নতশিরে রইল রেণু একা।
আমি বল্‌লেম, "তোমায়-আমায় আর হবে না দেখা।
যে দাগা আজ দিলে, রেণু, মনে গাঁথা রইবে আজীবন।
সুখে থেকো তোমরা দু'ভাইবোন ॥"

পথে যেতেই বাজ্‌ল মনে, আজ আমার এই জীবনকুঞ্জ হ'তে
সন্ধ্যা-আলোর পথে
কা'রে যেন বিদায় দিলেম অন্ধকারে !
রইনু চেয়ে নীল আকাশের পারে,
রইনু চেয়ে স্বপ্ন-মগন দিগন্তরে ;
মনে হ'ল, শতচ্ছিন্ন মেঘের স্তরে স্তরে
লুটায় রে তা'র গলার ছিন্ন হার,

মোহানা

দু'টি পায়ের অলক্তরাগ, শেষবিদায়ের চরণচিহ্ন তা'র,

থরে থরে পড়্‌ল আঁকা

মেঘে ঢাকা

অস্তগিরির 'পরে

স্তব্ধ নীলাম্বরে।

মিলিয়ে এল দিনের আলো, নিব্‌ল রবির শেষের রশ্মিরেখা ;

অন্তরে কে কইল কেঁদে, 'আর হবে না, আর হবে না দেখা!'

অম্‌নি আমার সমস্ত মন ব্যেপে

উঠ্‌ল কেঁপে কেঁপে

সাঁঝের ঘন গহন অন্ধকার।

নীরব ছন্দ তা'র

মনের মাঝে করুণ সুরে উঠ্‌ল বেজে।

অন্তরে যে

সেই-থেকে মোর আজও গাঁথা আছে॥

গিয়ে মায়ের কাছে

আমি বল্‌লেম, "মাগো, আমার একটা কথা জেনে রাখো,

ও-বাড়িতে বিয়ে আমার হ'তেই পারে নাকো।"

মা বল্‌লেন, "সে কি কথা! অমন লক্ষ্মী মেয়ে—!"

আমি বল্‌লেম, "রূপে গুণে, বুঝ্‌লে মা, ওর চেয়ে

ভালো মেয়েই মিল্‌বে ঝুড়ি ঝুড়ি।"

মা বল্‌লেন আগুন হয়ে, "কখ্‌খনো না, মিল্‌বে না ওর জুড়ি।"
আমি বল্‌লেম, "আচ্ছা, দেখে নিয়ো ;
একেবারে 'রামা-শামা'ও নয়, মা, তোমার কোলের ছেলেটিও।
ঠিক জেনো, মা, যদি তোমার বিনয়কুমার বেঁচে থাকে
অমন মেয়ে মিল্‌বে কত ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে।"
মা বল্‌লেন, "কথা আমি দিয়েচি তা'র মাকে,
অমন-কথা বলিস্‌নে আর বাপ,
তা হ'লে যে রইবে মনে দারুণ মনস্তাপ।"
আমি দেখ্‌লেম, ব্যাপার গুরুতর।
রইনু নিরুত্তর।
মায়ের চোখের জলেও আমার ভিজ্‌ল না আর মন,
ভেবে নিলেম সেই দণ্ডেই,—'ইংলণ্ডেই কর্‌ব পলায়ন॥'

বম্বে এসেই পেলেম মায়ের
মা লিখেচেন, "ঘরে ফিরে আয় বিনু, লক্ষ্মীটি :
রেণুর বড় জ্বর,
তোরি জন্যে অভাগিনী কেঁদে কেঁদে মর্‌চে নিরন্তর।
—আর বুঝি সে বাঁচে না রে!—"

অম্‌নি আমার হৃদয়বীণার তারে
করুণ-সুরে উঠ্‌ল আর্ত্তনাদ,

এক নিমেষেই টুট্‌ল মনের বাঁধ।
মনে হ'ল, কা'র দোষে আজ মলিন হ'ল চতুর্দ্দশীর চাঁদ !
দু'টি চোখে ছুট্‌ল জলের ধারা
বাধা-বাঁধন-হারা,
আকুল হয়ে অশ্রু-সাগর উঠ্‌ল দুলে
কোন্ বেদ্‌নায় ফুলে' ফুলে' !
"রেণু আমার বাঁচে না রে"
বারে বারে
মায়ের চিঠির এই কথাটাই করুণ হয়ে বিঁধ্‌ল এসে বুকে।
অম্‌নি গভীর দুখে
কুলায়-ছাড়া পাখী আবার কুলায় পানেই মেল্‌ল আপন ডানা,
পথের ব্যথা ছিল না তা'র জানা।
অনেক ভেবে, অনেক কান্না কেঁদে,
অনেক-ক'রে হৃদয় বেঁধে
অবশেষে
ফিরে এলেম দেশে।
রেণু তখন চলে গেছে কোন্ অজানা দেশেরি উদ্দেশে ॥

খবর পেলেম পরে,
মরণ-কালে স্বপন-ঘোরে

শুধু নাকি
থাকি থাকি
একটা কথাই ফুট্‌ত রেণুর মুখে
বুকভাঙা কোন্ দুখে,
"তোমার মনে ব্যথা দিলেম, রইল মনে জ্বালা,
আর-একটিবার পরিয়ে দিয়ো মালা !"
না-জানি কোন্ গোপন ব্যথা ছিল রে তা'র পরাণখানি চেপে,
তাই বুঝি রে উঠ্‌ত কেঁপে কেঁপে
মৃত্যুমলিন অধরে তা'র মৃত্যুবিহীন ভালোবাসার বাণী,
ব্যর্থ-আশার শেষ-নিবেদনখানি,
"পূর্‌ল না সাধ, রইল মনে জ্বালা,
আর-একটিবার পরিয়ে দিয়ো মালা !"

কা'র কাছে এই শেষ-অনুনয় জানিয়ে গেচো বালা,
"আর-একটিবার পরিয়ে দিয়ো মালা" ?
কা'র জন্যে রেখে গেচো দুই ছত্রের চিঠি,
তরুণ-হিয়ার করুণ-মিনতিটি,
"ওগো, আমার পূর্‌ল না সাধ, রইল মনে জ্বালা,
আর-একটিবার পরিয়ে দিয়ো মালা" ?
কোন্ বেদনায় অচিন্ পথে বিদায় নিলে একাকিনী,
শেষের দেখাও দিলে নাকো,—হায় অভিমানিনি ॥

খেলে কতই খেলা
পথে পথেই কাট্‌ল সারা বেলা।
আজও তবু বুকের মাঝে কোন্ বেদনা দিচ্চে এসে হানা,
কোনো মতেই মন মানে না মানা!
যত-ক'রেই আপ্‌নার মন ছলি
তবু হিয়া উঠে রে চঞ্চলি',
মনে পড়ে সেই কথাটি ব্যথা-ঢালা
"আর-একটিবার পরিয়ে দিয়ো মালা"।
কতই বেশে ফিরে কতই দেশে
এই-যে আমি দাঁড়িয়েছি আজ দিনান্তে এই পথের প্রান্তে এসে,
আজও তবু অন্তরে মোর কোন্ উদাসী বাজায় ব'সে বেণু,
"রেণু!" "রেণু!" "রেণু!"
আজও আমি ভুলিনি সেই, ভুলিনি সেই কথা,
ভুলিনি সেই ব্যথা।
তোমার কথাও করিনি অন্যথা।
"আর-একটিবার পরিয়ে দিয়ো মালা!"
তোমার শেষের সেই অনুরোধ, সে কি আমি ভুল্‌তে পারি বালা?
তুমি মালা চেয়েচো তাই ব'লে
আকুল হয়ে অকূল-অশ্রুজলে
আজ এনেচি শূন্য ক'রে এই জীবনের ডালা

হৃদয়রক্ত-ঢালা
এই কবিতার মালা !
কণ্ঠে তুমি পর্‌বে না কি, বালা ?

আমার কণ্ঠহার
এ জীবনে দিইনি কা'রে আর ।
তোমার আশায় ব'সে আছি চিরজীবন ধ'রে,
রইব ব'সে চিরদিনের তরে ।
না যদি হয় দেখা,
অনন্তকাল অনন্তপথ রইব একা একা ॥

আলো

কলেজেতে পূজোর ছুটি হ'লে
হঠাৎ কি যে খেয়াল হ'ল, আমি এলেম চ'লে
শহর ছেড়ে ছুটে তাড়াতাড়ি
পাড়াগাঁয়ে, ছোটমাসির বাড়ি।
মনে আছে আমার সে-বার
কথা ছিল বি-এ দেবার,
বয়স হবে আঠারো কি উনিশ ॥

বাড়ি থেকে বেরুই যখন, মা বল্‌লেন, "মাসির কথা শুনিস্‌।
সুহাসিনী আছে একা,
সাতটি বছর পরে হবে দেখা,
এই দু'টি মাস থাকিস্‌ তা'রি কোলেই,
ছুটোছুটি করিস্‌ নেকো ছুটি আছে বোলেই।
অমন আদর কোথাও পাবিনে রে,
মাসির বুকের সোহাগ পেলে ভুলেও মনে পড়্‌বে না মায়েরে।"
শুনে আমি রেগে বল্‌লেম, "যাঃও,
মায়ের চেয়ে মাসির দরদ, শুনিনি কোত্থাও।"
মা বল্‌লেন, "ওরে অরি, দস্যি ছেলে, তুই
বুকভরা তা'র ব্যাকুল ব্যথা বুঝ্‌বিনে কিচ্ছুই।

মায়ের ক্ষুধা মেটেনি তা'র মোটে।
দলে দলে ছেলেমেয়ে তাইত এসে ওর আঙিনায় জোটে
নিত্য সকাল হ'লে
কেউ 'জেঠিমা', কেউ 'কাকিমা', কেউ বা 'মাসি', কেউ শুধু 'মা' ব'লে।
একে একে নিয়ে তাদের বুকে কোলে
অভাগিনী
মনের ফাঁকা ভরাতে চায়। অন্তর্য্যামী যিনি
অন্তরালে থেকে তিনি দেখেন নারীর ব্যর্থ এ কৌতুক।
গভীর ব্যথায় ভুল ভেঙে যায়, ভরে না রে ভরে না ঐ বুক।
বিনিসূতোর হারখানি ওর ভাগ্যদোষে
দিনের শেষে ধূলোর 'পরে আপ্‌নি পড়ে খ'সে।
নিশীথ্ রাতে হয়ত হঠাৎ ভাব্‌তে গিয়ে গুম্‌রে ওঠে বুক,
হৃদয়সুধার সমুদ্রে তা'র দেয়নি ধরা একখানি চাঁদমুখ।
তরঙ্গিত হিয়ায় যাদের খেলার ছলে আনাগোনা,
ওরা ত সব টুক্‌রো চাঁদের কোণা।
বুকের রক্তসাগর-মথন একটি সে-কোন্ শিশু-রতন বিনে
জমাট্ ব্যথা নারীর বুকে, ওরে অবোধ, বুঝ্‌বিনে বুঝ্‌বিনে!"
বল্‌তে মায়ের দু'টি আঁখি ছল্‌ছলিয়ে এল আঁখির জলে॥

দু'টি হাতে জড়িয়ে ধ'রে গলে
আমি বল্‌লেম, "মাসির কাছে তুমিও চল-না মা,
ঘরে থাকুন মামা।

গাঁয়ের মত হেথায় ত আর ঘরে ঘরে মায়ের পূজো নেই,
দু'মাস পরে ফির্‌ব দু'জনেই।
আর তা ছাড়া, জান ত মা, শাস্ত্রে বলে,
মায়ের একা ছেলে হ'লে
তাঁকে ফেলে কোথাও যেতে নেই।"
মা বল্‌লেন হেসে, "অর্থাৎ আসল কথা এই,
আমায় ছেড়ে যেতে
সরে না তোর মন।" আমাকে হ'ল লজ্জা পেতে।
তবু বল্‌লেম, "ঈস্‌!
তুমি ভাব্‌চ তোমার কাছেই থাক্‌ব অহর্নিশ ?
কখ্‌খনো না, এই চল্‌লেম, কিন্তু, তবে কিনা,
একলা সেথা যেতে আমি আর কিছু ভাব্‌চি না,
ভাব্‌চি শুধু হাসি-মাসি জান্‌বে কেমন ক'রে
আজো তা'রি তরে
তোমার মনে এমন ব্যথা, এই যা।" "ওরে ওরে,
কেমন ক'রে বুঝাই আমি তোরে,
তুই যদি যাস্‌, দেখ্‌বে হাসি, দরদী তা'র দিদি
ভালোবাসে বোলেই তা'রে পাঠিয়ে দেছে আপন বুকের নিধি,
গোপনসুখের একটিমাত্র আলো!
আপন হ'তে আপন সে যে। নারী-হৃদয় নারীই জানে ভালো।
ওরে অরুণ, আলোই যদি পাই,
প্রদীপে কাজ নাই।"

আমি বল্‌লেম, "কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্চ আসল কথাটাই।
যে দীপখানির বুকে কোলে আলো নাচে
তা'রে ছেড়ে তিলেক সে কি বাঁচে ?"
এম্‌নি-ক'রে তর্ক তুলে হারিয়ে-দিয়ে হেসে
মায়ের কাছে বিদায় নিলেম অবশেষে।
পথের 'পরে দু'টি আঁখি রইল জাগি নীরব নির্নিমেষে ॥

এসে মাসির ঘরে
মায়ের কথা মিলেছিল অক্ষরে অক্ষরে।
বল্‌চি ক্রমে পরে।
বাইরে থেকে যেই ডাক্‌লেম, "হাসি-মাসি !"
অম্‌নি হঠাৎ একটি মেয়ে আসি',
জানিনে কে,
সাম্‌নে আমায় দেখে
চম্‌কে চেয়ে, যেন চিনেই, লাজে সুখে রাঙিয়ে উঠে
পালিয়ে গেল ছুটে।
তারপরেতে বেরিয়ে এলেন মাসি,
মুখে হাসি, চোখে অশ্রুরাশি।
"এতদিনে মনে পড়্‌ল অরুণ ?"
কণ্ঠ তাঁহার কোমল করুণ।
ব্যথায় লাজে আঁখির বারি রাখিতে আর পারিনে আঁখিতে।

বিকেলবেলা জলখাবারের ফল ছাড়িয়ে দিতে দিতে
মাসি বল্‌লেন, "ছুটির দু'টি মাস,
দুষ্টু ছেলে, শাস্তি তোমার কঠিন কারাবাস
হাসি-মাসির ঘরে ;
কোনো ওজর মানব না এর পরে।
ক্ষুদকুঁড়ো যা জোটে, আমি রেঁধে আপন হাতে
দেবো রে তোর পাতে।"
আমি বল্‌লেম, "বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই তা'তে।"
গভীর স্নেহে মাসি তখন তৃপ্তিভরা সুপ্রসন্ন সুখে
চেয়ে রইলেন মুখে ॥

মাসির আশেপাশে
একটি মেয়ে, সেই মেয়েটি, কে যে জানি না সে,
সমস্তখন কর্‌ছিল ঘুরঘুর ;
দূরে থেকেও যেন কাছে, কাছে থেকেও যেন অনেক দূর।
মাসির সকল কাজের মাঝে একটি মিঠে সুর
সরল ছন্দে সাধা
মধুর করুণ ভৈরবীতে বাঁধা ॥

ঐ মেয়েটির ওঠা বসা চলা বলায়
মনের গভীর তলায়
কিসের কাঁপন লাগে ?
নাম-না-জানা আনন্দ কোন্, কোন্ সে বেদন জাগে
চেয়ে চেয়ে ওরি মুখের পানে ?
স্বপন-পারের কোন্ কামনা মনের কানে কানে
গুন্-গুনিয়ে বাজে,
আধেক বুঝি, আধেক বুঝি না যে।
চাউনিটি ওর ক্ষণে ক্ষণে চরণ ছুঁয়ে যায়,
চোখে-মুখে-চ'ল্‌কে-যাওয়া চাপা-হাসির চমক লাগে গায়।
রঙটি ঈষৎ কালো ;
তবু কেমন মনে হ'ল, না না, আহা এই ভালো এই ভালো।
কালো আঁখির কোমল মায়া মন ভুলালো।
মনে মনে নাম রাখ্‌লেম, 'আমার আঁখির আলো'।
তৃপ্তিবিহীন সেই আলোকে
আমি যখন পলকহারা, দেখ্‌ছি চেয়ে ওকে
চোখে ভরি' অচিন্ সুখের আকুল পুলক অনন্ত বিস্ময়,
হেসে মাসি দিলেন পরিচয় ॥

পাশেই ওদের বাড়ি,
বাপের মায়ের স্নেহের লাগি ক'ভাইবোনের বিষম কাড়াকাড়ি ;

কেবল শুধু ওরি সঙ্গে আর-সকলের আড়ি।
কালো ব'লে
অবহেলার ব্যথার জ্বালা অন্তরে ওর নিত্য আছে জ্ব'লে।
বড় ছোট সুন্দরী পাঁচ বোন্
ওকে যেন মুছে ফেল্‌তেই করেচে প্রাণপণ।
চাঁদের গায়ে কলঙ্ক একটুক,
তাই নিয়ে হায় কত হাসি কত ঠাট্টা কতই-না কৌতুক
পলে পলে উঠ্‌চে জ'মে নিত্য ওদের ঘরে
অষ্টপ্রহর ধ'রে।
বাপের আদর মায়ের স্নেহ, ছি ছি একি নিষ্ঠুর অন্যায়,
কালো বোলেই বঞ্চিল এই পঞ্চমী কন্যায়!
আপন ঘরে যত্ন আদর পেলে নাকো;
ভাব্‌লে মাসি, 'আহা, তবে আমার কাছেই থাক্ ও॥'

আস্‌ত-যেত রোজ;
কোথায় থাকে, খায় কি না খায়, ঘরের লোকে কেউ নিত না খোঁজ।
মাসির সনেই যা-কিছু ভাব তা'র,
তাঁরি কাছে ন্যায়-অন্যায় যা-কিছু আব্‌দার।
আপন ঘরে দাব্-রাব্ তা'র নেই কোনো কিছুতে;
দু'টি বেলা ফির্‌ত ঘরে কেবলমাত্র খেতে এবং শুতে।

কোনদিন বা বায়না ধরে মাসির কাছেই শোবে,
সন্ধ্যাবেলা জুট্‌ত এসে হয়ত-বা সেই লোভে।
মাসির হাতে খেয়ে মাসির পাতে
মাসির মেয়ে মাসির সাথে ঘুমোত সেই রাতে ॥

পাষাণ-কারা এড়িয়ে চলে নির্ঝরিণী।
মাসি বলেন, 'ঐ মেয়েরে কেউ চেনে না আমি যেমন চিনি।
মূলছেঁড়া ফুল, দিশেহারা স্রোতের টানে ভেসে
ঠেক্‌ল আমার হিয়ার ঘাটে এসে ;
আমি ওরে আদর ক'রে তুলে
মিশিয়ে রেখে দিলেম আমার নিত্যপূজার নৈবেদ্যের ফুলে।
কালো মেয়ে, ও যে আমার অপ্‌রাজিতার কুঁড়ি।
আছে আমার শূন্য হৃদয় পূরি'।
অনাদরের ঘরে কেবল ভাগ্যদোষেই জন্মেচে মাধুরী ॥'

আমি শুনে আপন মনে হাসি।—
তা নয়, তা নয় মাসি!
তোমার এ বালিকা
আঁধার রাতের ছায়ায় ঘেরা শেফালিকা।

ব্যথায়-রাঙা বৃন্ত 'পরে
থরে থরে
মেলে দিয়ে শুভ্র প্রাণের দল
শিশির-ছলোছল্
অরুণ-আলোর পথে চেয়ে রয়েচে তন্ময় ;
সময় হ'ল, এখন শুধু ঝ'রে পড়্লেই হয় ॥

আমার চির-শহরে-বাস ;
গাঁয়ের বাতাস
লাগ্ল প্রথম গায়ে ;
সেই আমাদের সরু গলির ধোঁয়ায়-ধূলোয়-ধূসর বাতাস না এ।
হেথায় নিত্য গন্ধবিধুর স্নিগ্ধমধুর মন্দ সমীরণ
বনান্তরের বার্ত্তা নিয়ে দিগন্তরে যায় বয়ে উন্মন।
জ্যোৎস্নারাতে দিগ্‌বালাদের হাতে
আলোর বীণায় কী সুর জাগে শুনি নীরব রাতে।
আকাশে ঐ অসীম নীলের কূলে কূলে
চেয়ে দেখি, সহসা কোন্ অরূপ-রূপের উৎস গেছে খুলে।
দোলন-লাগা নাচন-জাগা নতুন পাতায় পাতায়
বনকে মাতায়, মনকে মাতায়।

পথের পাশে পাশে
শিহর জাগে শ্যামল ঘাসে ঘাসে।
কাঁচা ধানের কোমল কচি শীষে
মাঠের পরে মাঠ ছেয়ে যায় লক্ষ্মীমায়ের সবুজ শুভাশিসে।
গাছে গাছে পাখীর গানে, দোয়েল-শামার শিষে,
মরি মরি, কোন্ অমরীর কণ্ঠ আছে মিশে'।
মধুমতী, একটি ছোট নদী,
আপন মনে বইচে নিরবধি।
ও-পারে তা'র ঘন কাশের বন
খুসির তুফান তুলে দিয়ে অকারণেই হাস্‌চে অনুক্ষণ।
ঐ যে দূরে প্রকাণ্ড মাঠ, ঘন সবুজ বাঁশের বনে ঘেরা,
ঐখানেতে রাখাল-বালকেরা
নিত্য প্রাতে আসি'
গোরু চরায় বাজিয়ে বাঁশের বাঁশি।
কখনো বা নদীর কূলে ব'সে বটের তলায়
মেঠো সুরে মিঠে গলায়
জলের কুলুকুলুর সনে মিলিয়ে কণ্ঠতান
গাহে তা'রা সরল আশার সরল ভাষার গান॥

আমার বক্ষে জাগিয়ে দিল দোল
ঊর্দ্ধে অমল সুনীল সুদূর, নিম্নে শ্যামলসমুদ্রহিল্লোল।

আলো

চন্দ্র সূর্য্য তারা,
রহস্যময় জ্যোতির্লোকের বার্ত্তাখানি মর্ত্ত্যে আনে তা'রা ;
এই তৃষার্ত্ত পথিকেরে রূপের সুধায় কর্‌লে আত্মহারা।
ক্ষুদ্র হয়ে, তুচ্ছ হয়ে, আজন্মকাল অন্ধ গৃহের কোণে
বন্ধ হয়ে ছিলেম অন্যমনে ;
আজকে হঠাৎ দাঁড়িয়েচি এই অনন্তদীপদীপ্তদিগঙ্গনে !
মুক্ত আমার মুগ্ধ হৃদয় মাঝে
শুনি আমি বিশ্বজনের মিলন-মেলার বাঁশি বাজে
একতানে একসুরে।
প্রাণ ভ'রে পান করিনু রে
সঞ্জীবনী সুধারসের ধারা ;
আমার ছুটির দু'মাস হ'ল ক্ষীর-ঝরা দুই পয়োধরের পারা
পল্লীমায়ের বুকে,
শ্যামল আঁচল ছায়ে বসি' স্তন্যসুধা পান করি কৌতুকে।
উপরে ঐ নীল চাঁদোয়া,
পূর্ণ চাঁদের অমল আলোয় ধোয়া,
মনে লাগে, আমার মায়ের জেগে-থাকা আঁখির নীরব চাওয়া ;
দূরের থেকে তা'রি পরশ পাওয়া।
কাটাই সুখে বেলা ;
ভাসাই আমার আপন-মনের খেয়াল-খেলার ভেলা
আপনভোলা খুসির লহর বেয়ে,
নাই ভাষা যার নাই আশা যার এম্‌নি ভরা-সুখেরি গান গেয়ে ॥

অনেক দূরে ফেলে এলেম মাকে।
হাসি-মাসির দুই আঁখি তাই আমার 'পরে নিত্য সজাগ থাকে।
যত্নসেবার কোনোদিকেই কোনোমতে হয় না কোনো ত্রুটি ;
দু'হাত ভ'রে আদর সোহাগ লুটি মুঠি মুঠি।
রাত্রি যেমন ক'রে
দেবের পূজার ফুল ফুটিয়ে, গোপন সুধায় ভ'রে,
বনে বনে সাজিয়ে ডালা, পূজার বেলায় আপ্‌নি সে যায় স'রে,
তেম্‌নি ক'রে মাধুরী তা'র নিপুণ হাতের পরশ দিয়ে
নিবিড় প্রাণের হরষ দিয়ে
আমার পূজার সব উপচার সাজিয়ে ভারে ভারে,
সেবার সকল উপকরণ গুছিয়ে চারিধারে,
আপ্‌নি কোথায় লুকায় সে আঁধারে ;
পূজা ত পাই, সেবা ত পাই,—পাইনে সেবিকারে।
আকুল আঁখি কাঙাল হ'য়ে খুঁজে বেড়ায় এ-দিকে ঐ-দিকে ;
কত ছলে কত ছুতোয় হয় প্রয়োজন মাধুরীকে।
বল্‌তে মরি লাজে,
এই আমাদের এম্‌নিতর লুকোচুরির মাঝে
সঙ্গোপনে বাঁধ্‌ল আপন বাসা
মাসির মনের একটি সে-কোন্ গভীর গোপন আশা।
আমি কি আর দেখিনি তাঁর মুখ-ফিরিয়ে চাপা-হাসি হাসা॥

হঠাৎ কখন ক্ষ্যাপা পবন আমার মনের জান্‌লা পেয়ে খোলা
বুকের মাঝে দিলে বিষম দোলা।
কূলের বাঁধন টুট্‌ল আমার, দিলেম তরী খুলে
ঐ মাধুরীর প্রেমেরি পাল তুলে
কোন্ অজানার টানে
উচ্ছ্বসিত স্রোতের ধারায় কে জানিত কোন্ অসীমের পানে।
মাসির স্নেহ, মায়ের স্নেহ,—দুই পারে দুই তীর
শ্যামল ছায়ায় স্নিগ্ধ সুনিবিড়
ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসে আমার আঁখির আগে।
মুগ্ধ চোখে কোন্ স্বপনের নেশার আবেশ লাগে ;
অন্তরে তাই জাগে
কেবল-শুধু একখানি মুখ ব্যথায় ভরা, ভরা অনুরাগে ॥

স্নেহময়ী মাগো আমার, ওগো আমার মাসি,
জান না ত, এম্‌নি অবিশ্বাসী
কিশোর-হিয়ায় প্রথম-জাগা অশান্ত এই উদ্বেল যৌবন !
কৃতঘ্ন সে, তাইত অনুক্ষণ
দূরের-পথে-চলার-নেশা লেগে
আপন প্রাণের বিপুল বেগে

অবহেলে
অকাতরে যায় সে ঠেলে ফেলে
হাতের কাছে অযাচিত চিরদিনের-দান যা-কিছু মেলে।
চাও না কিছু, পাও না কিছু, দানের সুখেই আপনি রহ ভোর,
স্নেহে পাগল মাসি আমার, হায় জননী মোর॥

দিন চ'লে যায়। উচ্ছ্বসিত আনন্দ-কল্লোলে
পূজো এল, পূজো গেল চ'লে।
বিসর্জ্জনের রাতে
আগমনীর বাঁশি যেন বাজ্‌ল আবার মধুর সাহানাতে
যখন আমায় একলা পেয়ে ঘরে
মধুর কুণ্ঠাভরে
মাধুরী তা'র প্রথম প্রণাম রাখ্‌লে এসে আমার পায়ের 'পরে।
লুটিয়ে প'ড়ে রইল মাথা গুঁজে ;
বিভল চোখে রইনু চেয়ে, কী যে বলি পাইনে ভাষা খুঁজে।
একটু কেমন দ্বিধা হ'ল, ক্ষণেক পরেই আদর ক'রে
দু'টি হাতে ধ'রে তুল্‌লেম ওরে ;
এল সে মোর বুকের কাছে স'রে।

আশিস্ রাখি' মাথে,
কাঁপ্‌তে-থাকা হাতখানি তা'র নিয়ে আপন হাতে
আমি বল্‌লেম, "মাধুরী, আজ চল মোরা দু'জনে একসাথে
প্রণাম ক'রে আসি মাসিমাকে।"

আমার ঘরের বাতায়নের ফাঁকে
আকাশভরা চাঁদের আলোর একটি লহর এসে
এই মিলনের সাক্ষী হ'ল, যখন মৃদু হেসে
মাধুরী মোর বুকের 'পরে পড়্‌ল ঢ'লে
সোহাগ-সুখে গ'লে।
পেলেম মাসির প্রাণের আশীর্ব্বাদ,
নত হ'য়ে পায়ের কাছে যেই জানালেম মোদের মনের সাধ
একটিমাত্র নীরব নিবেদনে
মোর জীবনের একটি পরম ক্ষণে॥

ঘরে ফিরে ঠিক দু'টি মাস পরে
খবর শুনি, বাগবাজারের মুখুজ্জেদের ঘরে
আমার বিয়ের সকলি ঠিকঠাক;
বিয়ে হবে বাইশে বৈশাখ,
পরীক্ষাটার গোল গেলে সব চুকে।

হঠাৎ আমার বুকে
নিষ্ঠুর শেল হান্‌লে যেন ; অভিমানে রইল হৃদয় রুখে।
সকল কথা জানিয়ে মাকে যেই দাঁড়ালেম বেঁকে
মা ত আমার রকম দেখে
ভয়েই ভেবে হ'লেন সারা। মামা আমায় ডেকে
রেগে বলেন, "এ কি কথা অরুণ !
একটা তোমার খামখেয়ালির দরুণ
আমায় তুমি এমন সুযোগ ছাড়্‌তে বল কোন্ হিসেবে ?
এরা নগদ পাঁচটি হাজার দেবে—"
বিনয় ক'রে বল্‌তে গেলেম, "কিন্তু আমি—"
বাধা দিয়ে বলেন তিনি, "জানি, জানি, নিছক্ এ পাগ্‌লামি।
একে গরীব, তা'তে কালো মেয়ে ;
মুখুজ্জেদের মণিমালা হাজারগুণে সুন্দরী তা'র চেয়ে।
একেবারে হাল-ফ্যাশানের, রূপের ডালি, ফাষ্ট্‌´ইয়ারে পড়ে ;
অমনটি না হ'লে কি আর মানাবে এই ঘরে।
আর তা'ছাড়া, দান-সামগ্রী—" ইত্যাদি ইত্যাদি।
মোটের উপর, ভাগ্য আমায় বাদী।
তাই নিদারুণ বিধি
আমার তরে পাঠিয়ে দিলেন মামা হেন প্রতিনিধি।
তখনি সেইদিনই
মাসির কাছে চিঠি দিলেন তিনি।
আমার বুকের বোবা কাঁদন জান্‌ল কি আর সেই দু'টি দুঃখিনী॥

আলো

ঘনিয়ে এল জীবনে মোর গভীর কালো নিশা,
পাইনে খুঁজে পথের দিশা,
যখন এরি এগারো দিন পরে
কেবলমাত্র দু'টি দিনের জ্বরে
মাকে আমার বিদায় দিলেম চিরতরে।
মনে হ'ল, এ সংসারের প্রদীপটি আজ নেই,
আলোটি তা'র জ্বল্‌বে কি শূন্যেই ?
অসীম ঊর্দ্ধে আকূতি মোর কা'র কাছে হায় জানাই থাকি থাকি,
মায়ের-কোলের-কুলায়-হারা পাখী।
হঠাৎ-হাওয়ার-ঝাপ্‌টা-লাগা নোঙর-ছেঁড়া নৌকা যেন শেষে
ঠেক্‌ল এসে
দিক্‌হারা এক শুক্‌নো বালুর চড়ায়,
সবার কথা মেনে যখন লাগ্‌তে হ'ল আবার লেখাপড়ায়।
বি-এ ক্লাসে আমিই নাকি ছিলেম সবার সেরা,
আমারি মুখ-চেয়ে আছেন বন্ধুরা আর সকল শিক্ষকেরা।
অবাঞ্ছিত সান্ত্বনা আর উপদেশের চাপে অহরহ
এই জীবনের বোঝা ক্রমেই হচ্ছিল দুর্ব্বহ ॥

হেন-কালে ভোগের উপর ভোগ,
পরীক্ষাটার কিছু আগে হ'ল আমার কঠিন চক্ষুরোগ।

ডাক্তারেরা ঘন ঘন কর্‌লে কত আনাগোনা,
একটি-মাসে দারুণ ব্যাধি একটুও কম্‌ল না।
হতাশ হ'য়ে, অনেক রকম বচন ছেঁদে,
শেষটা চোখে চালিয়ে ছুরি, রাখ্‌লে ওরা আমার দু'চোখ বেঁধে।
দিন-পনেরো চোখের বাঁধন খুল্‌তে হ'ল মানা,
রবির কিরণ লাগ্‌লে নাকি বিঘ্ন আছে নানা।
দুপুরবেলা মামার আপিস্‌ ; একলা থাকি ঘরে,
ঝর্‌ঝরিয়ে অশ্রুধারা ঝরে।
ক্ষণে ক্ষণে
কেবল পড়ে মনে
একটি কথা স্মৃতির-আগুন-জ্বালা—
মা নেই কাছে, নেইকো মাসি ; নেই মাধুরী, নেইকো মণিমালা !
স্নেহভরে নিপুণ করে সকল রোগের শুশ্রূষা ও সেবা
এ সংসারে নারীর মত কর্‌তে জানে কে বা।
আপ্‌নাকে তাই লাগ্‌ত যেন নিতান্ত নিঃসঙ্গ,
অদৃষ্টদেব অলক্ষ্যে হায় দেখ্‌ছিল এই রঙ্গ ॥

ব্যস্ত হয়ে মামা শেষে খবর দিলেন মাসির কাছে ;
লিখে দিলেন, 'চোখের ব্যামো,—অরুণ এবার বাঁচে কি না বাঁচে।'
এই নিদারুণ খবর পেয়ে
হাসি-মাসি পাগল হয়ে ছুটে এলেন ধেয়ে।

সব অভিমান ঘুচিয়ে দিয়ে, সব অপমান এক নিমেষে ভুলে'
কেঁদে এসে অম্‌নি আমায় নিলেন কোলে তুলে।
অভিমানে হৃদয় আমার উঠ্‌ল ফুলে' ফুলে'।
"এতদিনে মনে পড়্‌ল মাসি?"
বল্‌তে গিয়ে চোখের জলে দু'চোখ গেল ভাসি॥

ন'দিন পরে ডাক্তারেরা এসে
দেখে-শুনে মাসির পানে চেয়ে বল্‌লে হেসে,
"আর ভয় নেই, এবার আসল ওষুধ পেয়েচে সে।
চোখের বাঁধন খুলে দেবো কালই;
দিন-দুত্তিন একটুখানি সাব্‌ধানেতে থাক্‌তে হবে খালি।"

সেদিন গভীর রাতে,
তন্দ্রাঘোরে, একলা শুয়ে বিছানাতে,
হঠাৎ আমার মনে হ'ল হেন,
পায়ের কাছে একটা চাপা-কান্না শুনি যেন!
অন্ধ আঁখি,—কেমন ক'রে দেখি?
স্বপ্ন এ কি? মায়া এ কি?

আধো-ঘুমের আবেশটুকু হঠাৎ গেল টুটে
যখন আমার পায়ের 'পরে লুটে
প্রণাম ছলে তা'রি 'পরে শিশির-ভেজা পদ্মটি রাখ্‌ল সে,
অশ্রুসজল মুখখানি তা'র। চম্‌কে উঠে ব'সে
আকুল হ'য়ে হাত বাড়ালেম যেই,
কেউ কোথাও নেই !
এক নিমেষে চোখের বাঁধন টেনে ছিঁড়ে
আব্‌ছা আলোয় চেয়ে দেখি, কে তরুণী নতশিরে
চোখে আঁচল দিয়ে
ধীরে ধীরে ঢুক্‌ল আমার পাশের ঘরে গিয়ে।
বিস্ময়ে মোর রইল না আর সীমা ॥

"মাসি, মাসি, ও মাসিমা !"
ডাক শুনে মোর চম্‌কে জেগে উঠি'
মাসি এলেন ছুটি'।
ভয়ে কেঁদে শুধান্‌ তিনি, "কী হয়েছে ?—ছি ছি, ওকি, ওকি !"
"বল মাসি, বল বল, হেথায় তুমি এক্‌লা এসেচ কি ?"

ব্যাপার শুনে কেঁদে
আবার আমার চোখের বাঁধন বেঁধে

ধীরে ধীরে
ধরা-গলায় বলেন মাসি, "একলা আসিনি রে,
সঙ্গে ক'রে এনেছি সেই অভাগিনী মাধুরীরে।
তোর অসুখের খবর শুনে, আমার পায়ে প'ড়ে
অধীর হ'য়ে কেঁদে অঝোর-ঝোরে,
আসার বেলায় রইল আঁচল ধ'রে ;
তাই এনেছি সঙ্গে ক'রে।
এই ক'টা দিন আমার পাশে-পাশেই থেকে মাধুরী যে
ওষুধ-পথ্যি যা-কিছু সব আপন হাতে নিজে
জুগিয়ে দিলে তোরে।
দু'চোখ ঢাকা,—দেখ্‌বি কী তুই ; কয়নি কথা,—জান্‌বি কেমন ক'রে।
সন্দেহ-লেশ রইল না আর মনে কোনো।
"ওগো মাসি, তবে কি এখনো—?"
বল্‌তে গিয়ে কিসের ভারে কণ্ঠ আমার হঠাৎ গেল থামি'।
তা'র পরে কী ঘটেছিল আর জানিনে আমি॥

সকালবেলা মনে হ'ল, ঘরেতে কেউ নেই।
অবশেষে দাসীর মুখে খবর পেলেম এই,
ভোর না হ'তেই মাসি
মামার কাছে বিদায় নিয়ে মায়ে-ঝিয়ে চ'লে গেচেন কাশী।

বেলা হ'লে ডাক্তারেরা আসি'
চোখের ঢাকা খুলে দিলে ;
নতুন-আলোয় নতুন-ক'রে জন্ম নিলেম যেন এ নিখিলে।
অসাড় মনে ভাব্‌চি ব'সে আকাশ পানে মেলে' আতুর দিঠি,
হঠাৎ পাশেই ঠেক্‌ল হাতে, এ কি, এ যে হাসি-মাসির চিঠি !
রহস্য এর কেউ না জানে ;
পড়্‌তে গিয়ে চোখের জলে পাইনে খুঁজে মানে ;
তারি গোটাকতক লাইন ছন্দে গেঁথে রাখিনু এইখানে ॥—

"...দাদার চিঠি পেয়ে, অরুণ, আমার অকস্মাৎ
মাথায় যেন হ'ল বজ্রপাত।
দিদির 'পরে, দাদার 'পরে, তোমার 'পরে দারুণ অভিমানে
মায়ের আমার বিয়ে দিলেম এই গেল-অঘ্রাণে
জমিদারের ঘরে
চরিত্রবান্ সুশ্রী এবং সুশিক্ষিত বরে।
কিন্তু হঠাৎ সবেমাত্র পনেরো দিন পরে,
কোথাও কিছু নেই,
অভাগিনী হাসিমুখেই
অকাতরে
মায়ের ঘরে মায়ের বুকে ফিরে এল চিরদিনের তরে।

যেই শুধালেম, 'বল্ মা আমায়, হ'ল কী এ।'
করুণ হেসে বল্‌লে, 'মাগো, মেয়েছেলের হয় কি দু'বার বিয়ে?
এ বিয়ে যে একটা বিষম ফাঁকি,
আপ্‌নি তুমি জেনেও জান না কি?
সকল্ কথা খুলে'-বল্‌তেই—বাইরে ঘরে আর-কেউ জান্‌ল না—
আমায় তিনি মুক্তি দিলেন, সহজ মনেই কর্‌লেন মার্জ্জনা।'..."

মাসির চিঠির এ কাহিনীর এইখানেতেই শেষ;
নেই হা-হুতাশ, নেই উচ্ছ্বাস, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজলের লেশ।
নেইকো ভাষ্য, নেইকো টীকা;
বহ্নি আছে, নেই যেন তা'র শিখা।
সেই আলোতে দেখ্‌তে পেলেম, কোন্ মৃগতৃষ্ণিকা
ঐ তরুণীর জীবন-মরুর সাম্‌নে জাগে!
তপ্তরক্তরাগে
ছবিটি তা'র পড়্‌ল আঁকা বক্ষে আমার চিরকালের তরে,
রইল লিখা চোখের জলের অক্ষরে অক্ষরে॥

নতুন-ক'রে খুলে' গেল আবার আমার চোখের ঢাকাখানি।
দেখ্‌তে পেলেম, আলোর নীরব বাণী
মণির মত ঝলে
খনির ঘন তিমির মাঝে, অতল কালো গহন সাগরতলে!

সেই আলোটি মোর জীবনের সকল দুঃখে সুখে
সঙ্গোপনে লুকিয়ে নিয়ে বুকে
সেদিন হ'তে
একলা পথের পথিক আমি, আপন মনে ফিরি আপন পথে।
কেউ দেখেনি কোথায় ক্ষত, কেউ জানে না কত যে তা'র জ্বালা
মা নেই আমার, নেইকা মাসি ; মাধুরী নেই, নেই সে মণিমালা